জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

১১শ বর্ষ । ৪র্থ সংখ্যা । ডিসেম্বর ২০২৪

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
মুহঃ ফজলুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক পিএলসি.

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
বদরে মুনির ফেরদৌস, ড. মোঃ আব্দুস সবুর,
আব্দুল মজিদ শেখ, এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী,
আব্দুল আউয়াল সরকার, ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন,
মোঃ আহসান কবীর ও মোঃ কাউসার আলম, এফসিএস,
এফসিএমএ, এফসিসিএ, এসিএ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ মজিবর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলম ও
মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)

নির্বাহী সম্পাদক
এস এম আব্দুল ওয়াদুদ
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, ডিজিএম
ঊষাতন চাকমা, পিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.।

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ও অর্থনীতির গতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গাইডলাইন অনুসরণ করে দক্ষ পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে জনতা ব্যাংক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগিয়ে চলছে।

দেশব্যাপী অনলাইন কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবায় জনতা ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। ২০২৩-২৪ সালে জনতা ব্যাংক তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আনয়নকারী ব্যাংকের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এছাড়া জনতা ব্যাংক সম্প্রতি এটিএম কার্ড ব্যবসা পরিচালনায় নিরাপত্তা ও তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতের বৈশ্বিক সনদ পিসিআই-ডিএসএস কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।

জনতা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপস e-Janata'র মাধ্যমে ই-অ্যাকাউন্ট ওপেনিং, অনলাইন ট্রান্সফার, BEFTN, RTGS, চেকবিহীন নগদ উত্তোলন, bKash ও Nagad-এ add money সহ অন্যান্য আরও অনেক সুবিধা নিয়ে ব্যাংকের গ্রাহকগণ ২৪ ঘন্টা ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

আমানত বৃদ্ধির পদক্ষেপ হিসেবে ইতোমধ্যে নতুন প্রজন্মকে মাথায় রেখে 'নতুন প্রজন্ম দ্বিগুন মুনাফা স্কীম', নতুন রেটে 'জনতা ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীম', 'জনতা ব্যাংক স্মার্ট একাউন্ট', 'জেবি আমার সঞ্চয় আমার মুনাফা স্কীম'সহ অনেকগুলো আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট চালু করা হয়েছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে জনতা ব্যাংক কঠোর আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রাহকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করছে। তা ছাড়া রেমিট্যান্স আহরণে প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বাণিজ্য, ইসলামি ব্যাংকিং চালুকরণ ও উপশাখা স্থাপনসহ নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট ও প্রতিকূলতাসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও সুপরিকল্পিত ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে জনতা ব্যাংক নিশ্চয়ই সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করবে এটাই সবার প্রত্যাশা।

মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন

শহীদদের প্রতি জনতা ব্যাংক পিএলসির বিনম্র শ্রদ্ধা

মহান বিজয় দিবসে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন জনতা ব্যাংক পিএলসির নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.। এ উপলক্ষ্যে জনতা ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের নেতৃত্বে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ ফয়েজ আলমসহ মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য নির্বাহীগণ, অফিসার সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ ও সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সকালে প্রধান কার্যালয়ের সামনে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণের উপস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এছাড়া বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ব্যানার প্রদর্শন, আলোকসজ্জাকরণ, ব্যাংকের ওয়েবসাইটে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও এমডি'র পক্ষ থেকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা বাণী প্রচার ও রাষ্ট্রমালিকানাধীন অন্যান্য ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে জাতীয় পত্রিকায় বিজয় দিবসের বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ ঊর্ধ্বতন নির্বাহীগণের উপস্থিতিতে প্রধান কার্যালয়ের সামনে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে জনতা ব্যাংক এমডি'র সৌজন্য সাক্ষাৎ

৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর উপাচার্য অধ্যাপক আবু বোরহান মোহাম্মদ বদরুজ্জামানের সাথে ব্যবসায়িক উন্নয়নমূলক সৌজন্য সাক্ষাৎ ও কুশলাদি বিনিময় করেন জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আনিছুর রহমান আকন্দ এবং উপমহাব্যবস্থাপক পবিত্র রঞ্জন দেবনাথ, এরিয়া অফিস, ঢাকা-পশ্চিমের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং ঢাকেশ্বরী রোড শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামান আক্তার সুজন।

চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণের জন্য জনতা ব্যাংক পিএলসিকে সম্মাননা

"প্রবাসীর অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার; বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, আমাদের সবার" প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০২৪' ও 'জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৪' উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের তফসিলি ব্যাংকসমূহের মধ্যে ২০২৪ সালে সর্বোচ্চ ফরেন রেমিট্যান্স আহরণের জন্য জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক জনতা ব্যাংক পিএলসিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সম্মাননা গ্রহণ করেন বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামের তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক এস এম আব্দুল ওয়াদুদ।

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের আরও খবর

প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে জনতা ব্যাংকের পক্ষ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বিজয় র‍্যালি, পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচিতে জনতা ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় ও শাখার নিবার্হী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস পালিত হয়। তারই কিছু খণ্ডচিত্র নিচে উপস্থাপন করা হলো।

বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর

বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর

বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা

বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা

এরিয়া অফিস, ঠাকুরগাঁও

‘রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪’ অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.

২০২৩-২৪ অর্থবছরে তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আনয়নকারী ব্যাংকের কৃতিত্ব অর্জন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪’ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল এবং যুব ও ক্রীড়া, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার কাছ থেকে ‘রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৪’ গ্রহণ করেন জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান।

জনতা ব্যাংকের শীর্ষ খেলাপি গ্রাহকদের থেকে ঋণ আদায় সংক্রান্ত বিশেষ বোর্ড সভা

জনতা ব্যাংক পিএলসির শীর্ষ-২০ ঋণখেলাপিসহ অধিগ্রহণকৃত খেলাপি ঋণ আদায়ের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে বিশেষ পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মুহঃ ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। এ সময় পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ, ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

খেলাপি ঋণ আদায় সংক্রান্ত ৩য় টাস্কফোর্স সভা ২০২৪

খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার আওতাধীন টাস্কফোর্স কমিটির ২০২৪ সালের ৩য় সভা ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের কমিটি রুমে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান কার্যালয়ের সকল ডিএমডি ও জিএম, লোকাল অফিস ও জনতা ভবন কর্পোরেট শাখার প্রধান, সকল বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম এবং ঋণ আদায় সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান মাঠ পর্যায়ে শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়/নিয়মিতকরণসহ আমানত ও মুনাফা বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

জনতা ব্যাংকের নতুন পরিচালক

আব্দুল মজিদ শেখ

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন আব্দুল মজিদ শেখ। এর পূর্বে তিনি রাষ্ট্রমালিকানাধীন রূপালী ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি সিনিয়র অফিসার হিসেবে রূপালী ব্যাংকে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন।

সুদীর্ঘ ৩১ বছরের চাকুরীজীবনে তিনি রূপালী ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যেমন কর্পোরেট শাখা প্রধান, অঞ্চল প্রধান ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ, এসএমই, শিল্প ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিভাগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রূপালী ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি ও শ্রেণিকৃত ঋণ পুনরুদ্ধারে প্রশংসাপত্র এবং নগদ অর্থ পুরস্কার অর্জন করেন। পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে তিনি মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রিয়াসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

আব্দুল মজিদ শেখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি আইবিবি'র একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেড এসোসিয়েট।

ছাত্রজীবন থেকে তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রমপুর ছাত্র কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি রুসদী উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন এবং একই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

আব্দুল মজিদ শেখ ১৯৫৮ সালে মুন্সিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত শ্রীনগর উপজেলার জুরাসার গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী শিরিন আক্তার ফরিদপুর জেলার বেগম কাজী জেবুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে ২০২৪ সালে অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করেন। তাঁদের দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে।

এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী

জনতা ব্যাংক পিএলসির নতুন পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন ব্যাংকটির সাবেক মহাব্যবস্থাপক এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী। বর্ণাঢ্য চাকরি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি শাখাব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট ও ডিভিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আমানত সংগ্রহ, খেলাপি ঋণ আদায় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে কাঙ্ক্ষিত ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রশংসাপত্র ও নগদ অর্থ পুরস্কার অর্জন করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

এ. কে. এম. খবির উদ্দিন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে ১৯৭০ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৭১ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৪৯ সালে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার রুহিতার পাড় গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

আব্দুল আউয়াল সরকার

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে যোগদানকৃত আব্দুল আউয়াল সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রকাশিত জার্নালের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামিক অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স, তাকাফুল ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স, মুদ্রানীতি, সুকুক ইস্যুরেন্স ও ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন।

আব্দুল আউয়াল সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর গবেষণা ও পলিসি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামিক মনিটারি পলিসি ইন্সট্রুমেন্টস-এর ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং সর্বশেষ ২০২০ সালে ইস্যুকৃত Govt. Ijarah Sukuk প্রণয়নে ইন্সট্রুমেন্টাল ভূমিকা পালন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, ইরান, ভারত, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, কোরিয়া, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

আব্দুল আউয়াল সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে ১৯৮১ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের লাফবরো ইউনিভার্সিটি হতে ডিসটিংশনসহ এমএসসি ইন ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি লন্ডনস্থ Institute of Islami Banking and Insurance থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইসলামী ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স কোর্স সম্পন্ন করেন।

আব্দুল আউয়াল সরকার ১৯৬০ সালে লালমনিরহাটের আদিতমারি উপজেলার তালুক হরিদাস গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

জনতা ব্যাংকের নতুন পরিচালক

ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন। ১৯৮৯ সালে প্রশাসন ক্যাডারের ৮ম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে তিনি চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের পরিচালক, কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণের প্রকল্প পরিচালকসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন- WHO, WB, USAID, Population Council, RTMসহ বহু প্রতিষ্ঠানে ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, চীন, যুক্তরাজ্য, মঙ্গোলিয়া ও থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে পিএইচডি এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন হতে ২০০৪ সালে উন্নয়ন অর্থনীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০০৩ সালে HRM-এ MBA ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এলএলবি (প্রি:) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং বিভাগ থেকে ১৯৮৪ সালে স্নাতক এবং ১৯৮৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিএমএ, সিএ, ডেফোডিল, সাউথইস্ট ও আশা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ প্রায় ৩০ বছরব্যাপী খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেন এবং দেশের প্রায় সকল খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন দেশে ও বিদেশের অনেক আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেন এবং বহু সামাজিক কল্যাণমূলক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন।

ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন ১৯৬৩ সালে চাঁদপুরের হাইমচর উপজেলার গন্ডামারা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

মোঃ আহসান কবীর

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ) এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার মোঃ আহসান কবীর জনতা ব্যাংক পিএলসির নতুন পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেছেন। এর পূর্বে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, প্রকল্প পরিচালক, জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প, ভূমি সংস্কার বোর্ডের উপভূমি সংস্কার কমিশনারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এবং মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আহসান কবীর ১৯৯৪ সালে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদানের মাধ্যমে চাকুরিজীবন শুরু করেন। পেশাগত প্রয়োজনে তিনি যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়াসহ দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আহসান কবীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উদ্ভিদবিদ্যায় ১৯৮৭ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৮৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি মেহেরপুর জেলার বলিয়ারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

মোঃ কাউসার আলম

জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেছেন সুন শিং গ্রুপ বিডি অপারেশনস-এর সিএফও অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি মোঃ কাউসার আলম, এফসিএস, এফসিএমএ, এফসিসিএ, এসিএ। এর পূর্বে তিনি নাভানা সিএনজি লিমিটেড ও আফতাব অটো মোবাইলস লিমিটেডের স্বতন্ত্র পরিচালক ছিলেন। তিনি বিগত ৩০ বছরের অধিক সময় ধরে BAT Bangladesh, রহিমআফরোজ বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বর্তমান কোম্পানিতে কর্মরত আছেন।

মোঃ কাউসার আলম ২০২০ সাল থেকে আইসিএমএ, বাংলাদেশ-এর জাতীয় পরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্য এবং সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ICMAB এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি Bangladesh Accounting Association ও Intellectual Property Association of Bangladesh-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি AOTS-Japan এর একজন ফেলো সদস্য এবং বাংলাদেশ-জাপান ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের একজন আজীবন সদস্য। এছাড়া তিনি একাধিক সামাজিক ক্লাব, গুলশান নর্থ ক্লাব, বনানী ক্লাব, ঢাকা বোট ক্লাব, আইবিএ ক্লাব এর আজীবন সদস্য।

পেশাগত দক্ষতা অর্জনে মোঃ কাউসার আলম দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত লিডারশীপ, ফাইন্যান্সিং, মার্কেটিং ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, জাপান, নেপাল, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সসহ ৩৫টির অধিক দেশ ভ্রমণ করেন।

মোঃ কাউসার আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং বিভাগ হতে ১৯৯২ সালে স্নাতকোত্তর এবং ২০০৯ সালে মার্কেটিং বিষয়ে IBA হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে লক্ষ্মীপুর জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

খেলাপি ঋণ আদায়: মামলা দায়ের করার লক্ষ্যে করণীয়

এ, আর, মাছউদ
নির্বাচন কমিশনার, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
সাবেক চিফ ল' অফিসার, জনতা ব্যাংক পিএলসি.

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর.........

গ্রেফতার ও দেওয়ানী আটকাদেশ ডিক্রিকৃত ঋণ আদায়ের অন্যতম হাতিয়ার

- একবার নিলাম বিক্রয়ের চেষ্টা করেই ঋণগ্রহীতা দায়িককে ৩৪ ধারা অনুযায়ী সরাসরি গ্রেফতার ও ৬ মাসের জন্য আটক রাখা যাবে [ধারা ৩৪(৯)(১০)]। উচ্চ আদালতের একাধিক রায়ে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। *Ref.: Sujit Kumar Mondal vs Bangladesh, 13 BLC 391; Provat Kumar Das vs Agrani Bank Ltd., 15 MLR AD 96; Abdur Razzak Chowdhury vs Artha Rin Adalat, 65 DLR (AD) 111.*
- গ্রেফতার ও দেওয়ানী কারাগারে আটক রাখার ব্যাপারে ব্যাংকের পক্ষ হতে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৪ ধারা মোতাবেক আদালতে দরখাস্ত দিতে হবে। দরখাস্তটি দায়িত্ববান ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক সিলসহ স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং দরখাস্তের সমর্থনে Affidavit যুক্ত করতে হবে। *Ref.: Sk. Nazmul Haque vs Bangladesh, 14 BLC 107; Marzan Abedin vs Judge, Artha Rin Adalat, 65 DLR 79.*
- গ্রাহক কোম্পানির চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণকে ৬ মাস পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখা যাবে।
- ঋণগ্রহীতা মহিলা হলেও কারাগারে আটক রাখা যাবে। *Ref.: Kanika Begum vs Artha Rin Adalat, 64 DLR 276.*
- ৩৩(৫) এবং ৩৩(৭) ধারা প্রতিপালন করার পূর্বেও ৩৪ ধারা মোতাবেক গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা যাবে। *Ref.: Md. Jaher vs. Sonali Bank Ltd. 13 MLR 64.*
- মূল ঋণগ্রহীতার মৃত্যুতে তার কোনো ওয়ারিশকে গ্রেফতার করা যাবে না [ধারা ৩৪(২)]
- গ্রেফতারী পরোয়ানা মূলে ঋণগ্রহীতা দায়িককে গ্রেফতার করা না গেলে নিছক গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা নিরর্থক। কাজেই ঋণের টাকা উদ্ধারের স্বার্থে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দায়িককে গ্রেফতারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একবার দায়িক/ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টরকে আটক করা গেলে ৬ মাস পূর্বে তাকে দেওয়ানী কারাগার হতে মুক্তি দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে তিনি যদি ডিক্রিকৃত পাওনার ২৫% এর সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধপূর্বক এ মর্মে বন্ড প্রদান করেন যে, তিনি অবশিষ্ট পাওনা ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করবেন, তবে তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে। ঋণ আদায়ে এর চেয়ে বড় কোনো আইনি হাতিয়ার নেই।

সম্পত্তির তফসিল ছাড়া মামলা দায়ের

এলসিসহ নন-ফান্ডেড ঋণের ক্ষেত্রে অনেক সময় সহজামানত থাকে না। এ অবস্থায় সম্পত্তির তফসিল ছাড়া মামলা করা যাবে [(ধারা ৮(৭)]

রায়ের পূর্বে ঋণগ্রহীতার বন্ধক বহির্ভূত সম্পত্তি ক্রোককরণ

(ক) দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আদেশ ৩৮, বিধি ৫ তৎসহ অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ধারা ৪৪ মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি বহির্ভূত ঋণগ্রহীতার অন্য কোনো সম্পত্তি ন্যায় বিচারের স্বার্থে ডিক্রি হওয়ার পূর্বে ক্রোক (Attachment) করা সম্ভব। অনুরূপ ক্রোক সংক্রান্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের বিরুদ্ধে ঋণগ্রহীতার আপিল ও রিভিশন করার সুযোগ নেই। [ধারা [৪৪(২) অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩]।

রায়ের পূর্বে ঋণগ্রহীতাকে গ্রেফতার

যে সকল ঋণের ক্ষেত্রে সহজামানত নেই সে ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের পর ঋণগ্রহীতা যাতে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ডিক্রি বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে তৎমর্মে তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করার জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮-এর আদেশ ৩৮, বিধি ১ এবং তৎসহ অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৪৪ ধারা অনুযায়ী অর্থঋণ আদালতে দরখাস্ত দেওয়ার সুযোগ আছে। অনুরূপ দরখাস্তের সমর্থনে Affidavit প্রদান/দাখিল করতে হবে।

বিচারাধীন মামলার দ্রুত নিস্পত্তিতে তৎপর থাকা

৩০.০৯.২০২১ তারিখ পর্যন্ত ২০৮৬টি অর্থঋণ মামলা এবং ১১৯৯টি অর্থ জারি মামলা বিচারাধীন আছে, যেখানে ১৫,৭৯৯.৮৮ কোটি টাকা জড়িত। বিপুল অঙ্কের এ সকল খেলাপি ঋণ আদায়ের স্বার্থে বিচারাধীন মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তি প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে ব্যাংকের কোনো কর্মচারীর অবহেলা ও গাফিলতি জনতা ব্যাংক চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০ অনুযায়ী 'অসদাচরণ' হিসেবে গণ্য হবে মর্মে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক শাখায় চিঠি দেওয়া যায় কি-না ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট তা বিবেচনা করতে পারে। সেই সাথে মামলাসমূহের কার্যকর ও দ্রুত নিস্পত্তির স্বার্থে প্রয়োজনে ব্যাংকের প্রধান আইন কর্মকর্তাসহ ল' ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করারও পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী কর্তৃক মামলা পরিচালনায় সততা বা কোনো প্রকার নিষ্ঠার অভাব বা কোনো ধরনের শৈথিল্য পরিলক্ষিত হলে তাকে কোনো উল্লেখযোগ্য মামলায় নিয়োজিত করা যাবে না এবং প্রয়োজনে তার প্যানেলভুক্তি বাতিল করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩৩ (৫) ও ৩৩ (৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রয়

এস্টেট ডিপার্টমেন্টের তথ্যানুযায়ী অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৩৩ (৫) ধারায় সনদপ্রাপ্ত সম্পত্তির সংখ্যা ৫১৯টি এবং ৩৩ (৭) ধারায় সনদপ্রাপ্ত সম্পত্তির সংখ্যা ১৫৯টি অর্থাৎ মোট ৬৭৮টি সম্পত্তি এখন জনতা ব্যাংকের সম্পত্তি হিসেবে পরিণত হয়েছে, যার পরিমাণ ৪৯৯.৭৫ একর। এস্টেট ডিপার্টমেন্ট হতে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, ৬৭৮টি সম্পত্তির মধ্যে ২৩টি সম্পত্তি ব্যাংকের দখলে আছে এবং অবশিষ্ট ৬৫৫টি সম্পত্তি ব্যাংকের দখলে নেই। সনদপ্রাপ্ত অথচ দখল নেই এরূপ ৬৫৫টি সম্পত্তি আদালত যোগে দখল নেওয়ার জন্য অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৩৩ (৭ক) ধারা মোতাবেক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদালতে দরখাস্ত দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে Salma Begum vs. Sonali Bank Limited, 63 DLR 282; IFIC Bank Ltd. Vs. Mariner Fashion Wear Pvt. Ltd., 12 BLC 723 এবং Birendra Nath Roy vs. Rupali Bank Ltd., 18 BLC 117 প্রভৃতি মামলার সিদ্ধান্তের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর ১০ ধারা মোতাবেক ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন নয়, ব্যাংকের এমন স্থাবর সম্পত্তি অর্জনের তারিখ হতে ৭ (সাত) বৎসরের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে ১২ (বার) বৎসরের মধ্যে হস্তান্তর করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই নিয়ম প্রতিপালনসহ বিপুল অঙ্কের ঋণের টাকা আদায়ের স্বার্থে ৩৩ (৫) ও ৩৩ (৭) ধারায় প্রাপ্ত ৫০০ একর সম্পত্তির বিক্রয় ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক এ ব্যাপারে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে অন্ততপক্ষে কিছু সম্পত্তি অবশ্যই বিক্রি করা সম্ভব হবে। এতে খেলাপি ঋণ আদায়ে দৃশ্যমান উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। তা ছাড়া শক্তভাবে ঐ সকল সম্পত্তি বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে কোনো কোনো গ্রাহক সম্পত্তি রক্ষার্থে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করবে।

এমতাবস্থায়, উক্ত সম্পত্তিসমূহ জরুরিভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে নির্দেশ দেওয়া সমীচীন। বিষয়টি সার্বিকভাবে তদারকি এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধান কার্যালয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা যেতে পারে।

চেক ডিসঅনারের ব্যাপারে ফৌজদারী মামলা দায়ের

বর্তমানে বন্ধক ছাড়াও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের বিপরীতে আগাম তারিখযুক্ত চেক রাখার নিয়ম প্রচলিত আছে, যা Post Dated Cheque নামে পরিচিত।

Post Dated Cheque: Negotiable Instruments Act, 1881-এর ২১গ ধারায় Post Dated Cheque এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

Anti-dating and post-dating: A promissory note, bill of exchange or cheque is not invalid by reason only that it is anti-dated or post-dated; provided that anti-dating or post-dating does not involve any illegal or fraudulent purpose or transaction.

উদ্ধৃত ২১ গ ধারা অনুযায়ী Post Dated Cheque সম্পূর্ণ বৈধ। অন্যান্য চেক ডিসঅনারের ন্যায় Post Dated Cheque ডিসঅনার হলে ১৩৮ ধারার অপরাধ সংঘটিত হয় এবং Negotiable Instruments Act, 1881-এর ১৩৮ ধারা অনুযায়ী মামলা করা যায়।

১৩৮ ধারার মামলা করার শর্ত

(ক) চেক ডিসঅনারের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে চেকের টাকা পরিশোধের দাবি জানিয়ে চেক প্রদানকারী ঋণগ্রহীতাকে লিগ্যাল নোটিশ দিতে হবে।

(খ) চেক প্রদানকারী উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে চেকে বর্ণিত টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই মামলা দায়ের করতে হবে।

এই দুটি শর্ত অবশ্য পালনীয়। নির্ধারিত ৩০ দিন পরে নোটিশ প্রদান করা হলে মামলা বাতিলযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে নির্ধারিত ৩০ দিন পরে মামলা দায়ের করা হলে মামলাটি তামাদিতে বারিত হবে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক SM Anwar Hossain v. Safiul Alam Chand, 4 BLC (AD) ১০৬ মামলায় অনুরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। ব্যাংক কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে সতর্ক ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক ইস্যুকৃত চেক ডিসঅনার হলে কাকে আসামীপক্ষ করতে হবে

গ্রাহক কোম্পানি বা যৌথ ফার্ম কর্তৃক ইস্যুকৃত চেক ডিসঅনার হলে Negotiable Instruments Act, 1881-এর ১৪০ ধারা মোতাবেক নিম্নলিখিত পক্ষগণকে আসামী করতে হবে:

(১) চেক ইস্যুকারী কোম্পানি বা ফার্ম, পক্ষে এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর;

(২) চেক স্বাক্ষরকারী এমডি বা পরিচালক;

(৩) কোম্পানির অন্যান্য সকল পরিচালক ও চেয়ারম্যান।

চেক স্বাক্ষরকারী এমডি বা পরিচালক ছাড়া কোম্পানির সকল ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যানকে আসামী করার জন্য নালিশে (Complaint) এই মর্মে অভিযোগ করতে হবে যে কোম্পানির সকল ডিরেক্টরগণ ঐ কোম্পানির ব্যবসায়িক লেনদেন ও কাজকর্মের সাথে জড়িত এবং কথিত চেকটি সকল পরিচালকের জ্ঞাতসারে ও যোগসাজসে ইস্যু করা হয়। নালিশী দরখাস্তে অনুরূপ সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোম্পানির পক্ষে চেক ইস্যুকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক ছাড়াও সকল পরিচালককে আসামী শ্রেণিভুক্ত করা যাবে।

এ প্রসঙ্গে Eusof Babu & others vs. State & another, 68 DLR (AD) 298 এবং Pritom Reddy vs. Charmina Co-operative Bank Ltd. 2001 CrLJ 2178 মামলার নজির দেখা যেতে পারে।

চেক ইস্যুকারী ডিরেক্টর-এর পদত্যাগ

কোম্পানির যে পরিচালক চেকে স্বাক্ষর করেছিলেন তিনি নোটিশ পাওয়ার পর কোম্পানির পরিচালকের পদ হতে যদি পদত্যাগও করেন, তথাপিও তিনি ১৩৮ ধারার অপরাধের দায় এড়াতে পারবেন না।

Ref.: Krishna Bhopal v. Sanam Jhansi Devi & anr, 2002(3) Crimes 318 A.P.

কাজে অবহেলার জন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের শাস্তি

১৮৬০ সনের দণ্ডবিধিতে ৪৬২ক ধারা সংযোজনের মাধ্যমে ব্যাংক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি হলে দোষী ব্যাংক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ২ বৎসর শাস্তি আরোপের বিধান সম্বলিত একটি নতুন দণ্ড (Offence) সৃষ্টি করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

462A. Whoever, being an officer or employee of a banking company, by his negligent conduct in dealing with a banking transaction allows any customer of the company or any other person to cause loss of property to the company shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both.

Explanation: An officer or employee of a banking company shall be guilty of negligent conduct if in discharging his duties he fails, either wilfully or negligently, to follow any direction of law prescribing the mode in which such duties are to be discharged.

ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এর বিধিবিধান, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অত্র ব্যাংকের নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি অমান্য করে ঋণসুবিধা প্রদান করা হলে তা অত্র ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ব্যাংক কর্মকর্তাগণকে নিছক অবহিত ও সচেতন করার জন্য এ বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা হলো।

প্রতারণার মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের জন্য গ্রাহকের শাস্তি

অনুরূপভাবে, দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৪৬২খ ধারায় গ্রাহক কর্তৃক ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতারণা করার কারণে একই ধরনের শাস্তির বিধান রেখে অপর একটি দণ্ড (Offence) সৃষ্টি করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

462B. Whoever fraudulently receives any benefit from a banking company in the course of any banking transaction shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or with fine or with both.

Both sections 462A and 462B were inserted by section 5 of the Penal Code (Amendment) Act, 1991 (Act No. XV of 1991).

- সমাপ্ত।

SOC ও IT Security জনতা ব্যাংকের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

এলিন ববী (CEH, CSA)
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
ইনচার্জ, আইটি সিকিউরিটি অ্যান্ড সক সেল
আইটি পিএসসি অ্যান্ড এম ডিপার্টমেন্ট

ব্যাংকের জন্য SOC (Security Operations Center) এবং IT Security জরুরি কেন তা ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রথমে বুঝতে হবে ব্যাংকগুলোর Internal Activities এবং Data কতটা স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকগুলো প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের অর্থনৈতিক লেনদেন, ব্যক্তিগত ডেটা এবং আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা করে থাকে। দেশের যে ৩৪টি প্রতিষ্ঠানকে তাদের Sensitive Data-এর নিরাপত্তার জন্য CII (Critical Information Infrastructure)-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, জনতা ব্যাংক পিএলসি. তাদের মধ্যে অন্যতম। এ কারণে ব্যাংককে Cyber Attack, Fraud and Data Breach থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য SOC অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যা আধুনিক কাস্টমারদের মধ্যে আস্থা বাড়াবে বলে মনে করা হয়। SOC ব্যাংকের জন্য কেন জরুরি তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

Real-Time Monitoring and Prevention

ব্যাংক প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক লেনদেন পরিচালনা করে। SOC ২৪/৭ নেটওয়ার্ক এবং সিস্টেম পর্যবেক্ষণ করে, যাতে কোনো ধরনের সন্দেহজনক কার্যক্রম বা আক্রমণ মুহূর্তেই শনাক্ত করা যায়। SOC এর মাধ্যমে Cyber Threat এবং Malware Attack দ্রুত শনাক্ত ও প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

Data Protection

ব্যাংকের কাছে থাকা গ্রাহকদের আর্থিক তথ্য এবং ব্যক্তিগত ডেটা অত্যন্ত Sensitive। SOC নিশ্চিত করে যে এই ডেটাগুলো সঠিকভাবে সুরক্ষিত আছে এবং যেকোনো ধরনের Data Leakage বা Breach থেকে রক্ষা করা যায়।

Incident Response

ব্যাংকে কোনো Cyber Attack বা Data Breach ঘটলে SOC তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং আক্রমণের ক্ষতি কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেয়। ব্যাংকের গ্রাহকের ডেটা বা অর্থ চুরি হলে SOC এর মাধ্যমে দ্রুত মিটিগেশন প্ল্যান কার্যকর করা যায়।

Fraud Detection and Anomaly Monitoring

ব্যাংকিং সেক্টরে ফ্রড একটি বড় চ্যালেঞ্জ। SOC-এর মাধ্যমে অস্বাভাবিক লেনদেন, অথরাইজড অ্যাক্সেস ইত্যাদির ওপর নজর রাখা হয় যা সম্ভাব্য প্রতারণা ঠেকাতে সাহায্য করে।

Increased Cyber Attacks and Complexity

ব্যাংকিং খাতে Cyber Attack দিন দিন বাড়ছে এবং এগুলোর প্রকৃতি ক্রমাগত জটিল হচ্ছে। Ransomware, Phishing, DDoS Attack ইত্যাদি আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা দিতে SOC প্রয়োজনীয়। SOC দ্রুত আক্রমণ চিহ্নিত করে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সিস্টেমগুলোকে নিরাপদ রাখতে কাজ করে।

Multi-Layered Security Implementation

SOC ব্যাংকের Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), Intrusion Detection System, Encryption ইত্যাদি বিভিন্ন Security Layer নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে। SOC না থাকলে Cyber Attack এবং Fraud শনাক্ত করতে অনেক বেশি সময় লাগে যা ব্যাংকের গ্রাহক ও ব্যাংকের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। SOC না থাকলে ব্যাংক অনেক সময় আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের Security Standard মেনে চলতে ব্যর্থ হতে পারে, যার কারণে IT Risk এ ব্যাংকের অবস্থান দুর্বল করে দিতে পারে।

তাহলে এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, SOC এবং IT Security কি একই জিনিস?

না। SOC (Security Operations Center) কখনোই পুরো IT Security নয়, তবে এটি IT Security-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। SOC-এর কাজ মূলত Cyber Attack এবং Networking Security সংক্রান্ত Digital Events-এর ওপর Monitoring এবং Response করা। তবে IT Security এর ক্ষেত্রটি SOC-এর বাইরেও অনেক বিস্তৃত।

Policy Development and Security Audit

IT Security Team-এর প্রধান দায়িত্বগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ব্যাংকের নেটওয়ার্ক, ডেটা এবং ওয়ার্কস্টেশনগুলোতে সঠিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য Security Policy তৈরি ও হালনাগাদ করা। ICT Security Policy ২০২২ ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে যার ধারাবাহিকতায় ব্যাংকের ICT Security Policy 2025 নিয়ে কাজ শুরু হবে। তবে এটি প্রতিনিয়ত আপডেট করার পাশাপাশি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তাদের এই পলিসির প্রতিটা অংশ পরিপালন করা জরুরি। পলিসি কার্যকরভাবে অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা এবং নিয়মিত Security Audit পরিচালনা করাও জরুরি।

End Point Security

End Point Security হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে ব্যাংকের প্রতিটি ওয়ার্কস্টেশন, ল্যাপটপ এবং অন্যান্য ডিভাইস সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ৬৫০০+ ওয়ার্কস্টেশন ইতোমধ্যে Antivirus দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে এবং ১৫০০+ Active Directory-এর আওতায় রয়েছে। তবে এর বাইরেও কিছু অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। যেমন- Endpoint Detection and Response (EDR) কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা করা, Active Directory ব্যবহার করে Access Control এবং Privileged Access Management নিশ্চিত করা, প্রতিটি ডিভাইসে USB Device Blocking, External Drive Encryption এবং Data Loss Prevention (DLP) কার্যকর করা।

System Updates and Vulnerability Management

IT Security টিম ব্যাংকের সিস্টেমগুলোতে নিয়মিতভাবে Vulnerability Scanning, Patch Management এবং Security Update-এর মাধ্যমে সিস্টেমের দুর্বলতা চিহ্নিত ও সমাধান করে। সঠিক ও দক্ষ জনবল এবং VA Tools-এর মাধ্যমে নিয়মিত পরিচালনা করা সম্ভব না হলে ব্যাংক নিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে।

Maintaining Compliance

ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন মেনে চলতে হয়। যেমন- PCI-DSS, ISO 27001 এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আইটি সিকিউরিটি নীতিমালা। SOC নিশ্চিত করে যে ব্যাংক এই সব নীতিমালা মেনে চলছে এবং সঠিকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। SOC-এ থাকা SIEM (Security Information and Event Management) টুলস ব্যাংকের কমপ্লায়েন্স এবং নিরাপত্তা রিপোর্ট তৈরিতে সাহায্য করে।

Penetration Testing

Penetration Testing বা পেন-টেস্টিং একটি গুরুত্বপূর্ণ Security Assessment Methodology, যেখানে ব্যাংকের IT Security Team বিভিন্ন Cyber Attack Simulation-এর মাধ্যমে ব্যাংকের নেটওয়ার্ক, সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে Security Leakage খুঁজে বের করে। এই প্রক্রিয়ায় একাধিক Penetration Testing Tools ব্যবহৃত হয়, যার মাধ্যমে Real Vulnerability বের করে তার Preventive Measurement ব্যাংকের নিরাপত্তা কাঠামোকে জোরদার করে।

Education and Training

ব্যাংকের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে Security Awareness Education এবং Training নিয়মিত পরিচালনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর মাধ্যমেই ব্যাংক কর্মকর্তাগণ Cyber Threats সম্পর্কে এবং কীভাবে সেগুলো প্রতিরোধ করা যায় সে বিষয়ে জানতে পারে। সঠিক ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যাংক কর্মকর্তাদের Security Policy মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং Phishing, Malware Attack ও অন্যান্য Cyber Attack থেকে ব্যাংককে সুরক্ষিত রাখে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীরা কেবল প্রযুক্তিগত দিক নয়, তাদের প্রতিদিনের কাজের সময় কীভাবে সুরক্ষিত থাকতে হবে তা শিখতে পারে যা সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের Security Posture শক্তিশালী করে।

ব্যাংক শাখার উন্নয়নে স্মার্ট (SMART) ব্যবসা পরিকল্পনা

মোঃ শাহীনুর ইসলাম
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
জনতা ব্যাংক পিএলসি.
জয়পুরহাট শাখা, জয়পুরহাট

ব্যবসা পরিকল্পনা বা Business Plan হলো একটি লিখিত নথি যা একটি ব্যবসার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন কর্মকৌশল, যেমন- মূলধন নিশ্চিতকরণ, বাজার পর্যালোচনা, বিপণন কৌশল, পরিচালনা পদ্ধতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করে। এটি একটি রোডম্যাপ বা গাইডলাইন হিসেবে কাজ করে যা উদ্যোক্তা এবং ব্যবসা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবসা পরিচালনা এবং সফলতা অর্জনের দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। নতুন ব্যবসা শুরু করার আগে ব্যবসা পরিকল্পনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিদ্যমান ব্যবসার সম্প্রসারণ বা নতুন প্রকল্প শুরু করার সময়ও এটি গুরুত্বপূর্ণ। একটি সফল ব্যবসা পরিকল্পনায় বাস্তবসম্মত তথ্য এবং বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যাংক একটি সেবাধর্মী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক শাখার ব্যবসায়িক উন্নয়নে স্মার্ট (SMART) ব্যবসা পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। শাখা যে এলাকায় অবস্থিত সেখানকার বাজারের প্রকৃতি, স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত ফসল, দ্রব্য সামগ্রী সংরক্ষণ ও বিপণন প্রক্রিয়া, বাজারে সেগুলোর চাহিদা, এলাকায় ক্রমবর্ধমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রেখে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। একটি SMART বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্লান হলো একটি বাস্তবসম্মত, পরিমাপযোগ্য ও সময়োপযোগী টুল বা হাতিয়ার যা ব্যবসার উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অর্জন করতে সাহায্য করে। স্মার্ট ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ধাপসমূহ নিম্নরূপ:

ধাপ ১: প্রাথমিক পরিকল্পনা

যেকোনো ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করার আগে একটি সুনির্দিষ্ট প্রাথমিক পরিকল্পনা অত্যাবশ্যক। এ পরিকল্পনায় ভিশন ও মিশন থাকবে। ভিশন হলো দীর্ঘমেয়াদী আকাঙ্ক্ষা, মিশন স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য। ভিশন ও মিশন ব্যবসায়িক উন্নয়ন কার্যক্রমে একটি পরিপূর্ণ রোডম্যাপ প্রদান করে এবং সামগ্রিক কৌশলের সাথে সেগুলোকে যুথবদ্ধ করে। ব্যাংকের একজন শাখাব্যবস্থাপক স্বল্প মেয়াদে শাখার উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে যা দীর্ঘ মেয়াদে শাখার টেকসই ব্যবসায়িক সফলতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করে।

ধাপ ২: SWOT বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ হলো একটি কাঠামো যা ব্যবসা বিকাশ ও লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকিসমূহ মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

SWOT-এর মানে হলো Strength, Weakness, Opportunity & Threats। এখানে শক্তি (Strength) এবং দুর্বলতা (Weakness) হলো অভ্যন্তরীণ কারণ যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে বা উন্নত করতে পারি। সুযোগ (Opportunities) এবং হুমকি (Threats) হলো বাহ্যিক কারণ যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কিন্তু প্রভাবিত করতে পারি বা সাড়া দিতে পারি।

শক্তি (Strength): ব্যাংকের ক্ষেত্রে শক্তি হলো তার মূলধন, বৃহৎ গ্রাহক বেস, ব্র্যান্ড ইমেজ, উন্নত প্রযুক্তির অবকাঠামো, অভিজ্ঞ কর্মী বাহিনী, আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবা ইত্যাদি।

দুর্বলতা (Weakness): বৈচিত্র্যের অভাব, পুরনো প্রযুক্তি নির্ভরতা, মোবাইল ও অ্যাপনির্ভর ব্যাংকিং এবং এটিএম/সিআরএম সেবা যুগোপযোগী না হওয়া, সময়োপযোগী ডিপোজিট স্কীম ও ঋণ-অগ্রিম প্রোডাক্ট চালু না করা।

সুযোগ (Opportunities): সুযোগের মধ্যে যেকোনো শিল্প বা পণ্যের নতুন বাজারের বিস্তৃতি, প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক লেনদেন, উদ্ভাবনী পণ্য বা পরিষেবার প্রবর্তন ইত্যাদি বুঝায়। যেমন- কোনো কোনো এলাকায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামারের পরিমাণ অন্য এলাকার চেয়ে বেশি। কোনো এলাকার ধান উৎপাদন এবং চাতালের আধিক্য, বিভিন্ন জেলা শহরের আশেপাশে গড়ে ওঠা সম্ভাবনাময় হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, রাসায়নিক সার ও ফিস ফিড মিল, চিকেন ফিড মিল, শিল্প ও কলকারখানা ইত্যাদি ঐ এলাকার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন/বিনিয়োগের জন্য সুযোগ।

হুমকি (Threats): ব্যবসায় হুমকির মধ্যে রয়েছে অনৈতিক প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক মন্দা, গ্রাহকের পছন্দের পরিবর্তন, সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনাকাঙ্ক্ষিত রোগ বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি।

এভাবেই SWOT বিশ্লেষণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিদ্যমান সক্ষমতা ও সুবিধা কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি নিরুপণপূর্বক ব্যবসার টেকসই উন্নতির দ্বার উন্মোচন করতে সাহায্য করে।

ধাপ ৩: স্মার্ট লক্ষ্য নির্ধারণ

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং SWOT বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ব্যবসার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য স্মার্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। SMART লক্ষ্য হলো

সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Attainable), প্রাসঙ্গিক (Relavent) এবং সময়সীমাবদ্ধ (Time Bound)। এগুলো আমাদের প্রচেষ্টাকে ফোকাস করতে, অগ্রগতি ট্র্যাক করতে এবং ফলাফল মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি SMART লক্ষ্য হতে পারে সিএমএসএমই খাতে চলতি বছরে ১০ জন নতুন গ্রাহককে ১০-১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে পরবর্তী ১২ মাসে ১০% মুনাফা বৃদ্ধি করা।

ক) সুনির্দিষ্ট (Specific)

নির্ধারিত মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শাখার স্বল্প সুদের আমানত বৃদ্ধি, ঋণ ও অগ্রিম বৃদ্ধির পাশাপাশি খেলাপি ঋণ আদায় ও সুদ বর্হিভূত আয় বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। যেমন- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক যোগাযোগ স্থাপন, স্থানীয় ব্যবসা, ছোট ছোট বাজারে বিদ্যমান ছোট থেকে মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই)-এর মতো নির্দিষ্ট গ্রাহক সেগমেন্ট লক্ষ্য করে প্রচারণা চালানো ইত্যাদি।

খ) পরিমাপযোগ্য (Measurable)

স্মার্ট লক্ষ্য অবশ্যই পরিমাপযোগ্য হতে হবে। যেমন-

আমানত বৃদ্ধি: আগামী ১২ মাসে মোট আমানতের ১৫% বৃদ্ধি অর্জন করা।

হিসাব খোলা : প্রতি ত্রৈমাসিকে কমপক্ষে ৩০০টি নতুন আমানতের হিসাব খোলা।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি : ক্ষুদ্র, মাঝারি উদ্যোগ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উৎপাদন, সেবা খাত ও এলাকাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য খাতের ওপর ফোকাস করে প্রতি ত্রৈমাসিকে শাখা ভেদে ন্যূনতম ১০ থেকে ১০০ মিলিয়ন নতুন ঋণ বিতরণ করা।

খেলাপি ঋণ আদায় : প্রতি ত্রৈমাসিকে বিদ্যমান খেলাপি ঋণ হতে কমপক্ষে ১০-২০% আদায় নিশ্চিত করা ।

গ) অর্জনযোগ্য (Attainable)

শাখার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা ও লক্ষ্য অবশ্যই অর্জনযোগ্য হতে হবে। এমন কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করা ঠিক হবে না যা অর্জনযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, অনুন্নত বাজার বা ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত কোনো শাখার পক্ষে রাতারাতি কোটি কোটি টাকা মুনাফা অর্জন সম্ভব নয়।

ঘ) প্রাসঙ্গিক (Relevant)

যেকোনো লক্ষ্যমাত্রাই নির্ধারণ করা হোক না কেন, তা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

ঙ) সময়সীমাবদ্ধ (Time Bound)

স্মার্ট লক্ষ্য অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে অর্জনযোগ্য হতে হবে। আমানত বৃদ্ধি, ঋণ বিতরণ, খেলাপি ঋণ আদায় বা ফরেন রেমিট্যান্স সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রমে সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আমানত সংগ্রহে জনতা ব্যাংকের ১০১ ও ৫০ দিনের কর্মসূচিগুলো খুবই ফলপ্রসূ।

ধাপ ৪ : পরিকল্পনার বাস্তবায়ন

একবার স্মার্ট লক্ষ্যসমূহ নির্ধারিত হয়ে গেলে, সেগুলো অর্জনের জন্য কাজে নেমে পড়তে হবে। যেমন- আমানতের হিসাব খোলা, ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি করা বা ফরেন রেমিট্যান্স প্রদান ত্বরান্বিত করার জন্য একটি প্রচারাভিযান তালিকা তৈরি করা। যেসব এলাকা বা গ্রামে বেশি সংখ্যক লোকজন প্রবাসী সেসব এলাকায় গিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে উঠান বৈঠক করা। ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা বা একটি কৌশলগত জোট হিসেবে সেসব এলাকায় যে সমস্ত এনজিও ক্ষুদ্র ঋণের কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে বৈঠক করে গ্রাহকদেরকে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা। তাদের কাছ থেকে হাট-বাজার, গ্রাম-গঞ্জের উদীয়মান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের তথ্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি।

ধাপ ৫ : সময় ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার

একটি SMART ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান সম্পদের (মানব সম্পদ/অন্যান্য সম্পদ) সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বড় লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই লক্ষ্যকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে শাখার কর্মী বাহিনী বা দলের সদস্যদের মাঝে দায়িত্ব আকারে বন্টন করে দিতে হয়। পরবর্তীতে কর্মে নিয়োজিত সদস্যদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতা দেওয়া, তাদের প্রাপ্তি-প্রত্যাশা ও জবাবদিহিতা সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

ধাপ ৬ : কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

একটি SMART ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়নের চূড়ান্ত ধাপ হলো কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা। SMART লক্ষ্যের বিপরীতে অর্জিত ফলাফল পরিমাপ করতে হবে এবং সেগুলোর সূচক বা মেট্রিক্স ট্র্যাক করতে হবে। এছাড়াও, স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে হবে। যেমন- গ্রাহক, অংশীদার এবং কর্মচারীদের টার্গেটের বিপরীতে অর্জন, সন্তুষ্টি, আনুগত্য, অভিযোগ বিশ্লেষণ ইত্যাদি। কর্মক্ষমতা নিরীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সফট্ওয়্যার বা ড্যাশবোর্ড, কোনো সমীক্ষা বা কোনো নির্দিষ্ট রিপোর্টিং টুলস ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্মার্ট ব্যবসা পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দলের সকল সদস্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেকোনো ক্ষুদ্র ইউনিট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক শাখার ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

লেখা আহ্বান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, জাতীয় দিবস পালন, শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকরিজীবীদের মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ rps@janatabank-bd.com *এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।*

শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন

বিভাগীয় কার্যালয়: ময়মনসিংহ

২৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ময়মনসিংহে জনতা ব্যাংক পিএলসির বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০২৪ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহের জিএম-ইনচার্জ ফারজানা খালেকের সভাপতিত্বে ডিএমডি অ্যান্ড সিএফও মোঃ নুরুল আলম (এফসিএমএ, এফসিএ) ও ক্রেডিট ডিভিশনের জিএম মোঃ আব্দুল মতিন সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান ব্যাংকের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় এবং সিএমএসএমই'সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্বারোপ করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

এরিয়া অফিস: নাটোর

৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, নাটোরে ২০২৪ সালের বার্ষিক হিসাব সমাপনীতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণ বিষয়ক শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে জনতা ব্যাংক পিএলসি. বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর তৎকালীন মহাব্যবস্থাপক মোঃ একরামুল হক আকন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল শরীফ।

এরিয়া অফিস: কুড়িগ্রাম

৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, কুড়িগ্রামে শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের জিএম-ইনর্চাজ মোঃ জাহাংগীর হোসেন জোয়ার্দ্দার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিজিএম মোঃ গোলাম ফারুক হোসেন; এজিএম মোঃ মাফিদুল ইসলাম, মোঃ শামীম আহমেদসহ অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ব্যবসায়িক অগ্রগতি ও মতবিনিময় সভা

এরিয়া অফিস, রাজশাহী

৯ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি, এরিয়া অফিস, রাজশাহীতে বার্ষিক হিসাব সমাপনীতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনে কর্মকৌশল নির্ধারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর তৎকালীন জিএম মোঃ একরামুল হক আকন। এরিয়াপ্রধান ডিজিএম মোঃ নূর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জ

জনতা ব্যাংক পিএলসি, এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জে ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বার্ষিক হিসাব সমাপনীতে শাখাসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মকৌশল নির্ধারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর তৎকালীন জিএম মোঃ একরামুল হক আকন, বিশেষ অতিথি হিসেবে এজিএম মোঃ আতাউর রহমান এবং সভাপতি হিসেবে এরিয়া অফিস, সিরাজগঞ্জের ডিজিএম আহমেদ তৈয়ব হাসান উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, বগুড়া

২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি, এরিয়া অফিস, বগুড়ায় ২২টি শাখার অংশগ্রহণে বার্ষিক হিসাব সমাপনীতে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনে কর্মকৌশল নির্ধারণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর তৎকালীন জিএম মোঃ একরামুল হক আকন, বিশেষ অতিথি হিসেবে ডিজিএম আহমেদ তৈয়ব হাসান এবং সভাপতি হিসেবে এরিয়া অফিস, বগুড়ার ডিজিএম মোঃ নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর

জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের আওতাধীন এরিয়াপ্রধান ও কর্পোরেট-১ শাখাপ্রধানগণের অংশগ্রহণে ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বিভাগীয় কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে 'ব্যবসায় অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা-২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আনিছুর রহমান আকন্দ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ব্যাংকের অন্যান্য নির্বাহী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, পাবনা

১৯ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে এরিয়া অফিস, পাবনায় শাখাব্যবস্থাপকদের অংশগ্রহণে বার্ষিক হিসাব সমাপনী উপলক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর তৎকালীন জিএম মোঃ একরামুল হক আকন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এরিয়া অফিস, পাবনার ডিজিএম দেবাশীষ কুমার সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহীর এজিএম মোঃ আতাউর রহমান।

এরিয়া অফিস, রংপুর

১১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক পিএলসি. এরিয়া অফিস, রংপুরে ব্যবসায়িক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুরের জিএম-ইনচার্জ মোঃ জাহাংগীর হোসেন জোয়ার্দ্দার। এরিয়াপ্রধান ডিজিএম মোঃ গোলাম ফারুক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ব্যাংকের অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেধাবী মুখ

এইচএসসি ২০২৪-এ সকল বিষয়ে জিপিএ-৫ পেল যারা

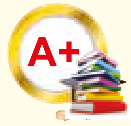

তথ্যাদি	ছবি
নাম - আহনাফ ইবনে হাই পিতা - মোঃ আবদুল হাই, ডিজিএম বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ মাতা - আফরোজা খান স্কুল/কলেজ - বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ ফাহিম শাহরিয়ার পিতা - মোঃ আব্দুল হালিম, এজিএম বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর মাতা - মোছাঃ জাকিয়া সুলতানা জলি স্কুল/কলেজ - নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী	
নাম - মায়িশা ফাহমিদা পিতা - মোঃ মোকতার হোসেন, এজিএম এরিয়া অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ মাতা - নেসা নূরে জান্নাতুল মাওয়া স্কুল/কলেজ - রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী	
নাম - ঐশী কুন্ডু প্রাপ্তি পিতা - রতন কুমার কুন্ডু, এজিএম রিকনসিলিয়েশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা মাতা - কল্পনা রানী কুন্ডু স্কুল/কলেজ - ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - শুচিস্মিতা বিশ্বাস লাবণ্য পিতা - সুব্রত কুমার বিশ্বাস, এজিএম ময়মনসিংহ কর্পোরেট শাখা, ময়মনসিংহ মাতা - রত্না দেব স্কুল/কলেজ - সরকারি মুমিনুন্নেসা মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ	
নাম - ফাবিহা বুশরা মাতা - মাহবুব আরা, এজিএম ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পিতা - মীর মোস্তাফিজুর রহমান স্কুল/কলেজ - হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা	
নাম - মাহিম হাসান মাতা - ফারজানা ইশরাত জাহান, পিও রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহী পিতা - মোঃ মেহেদী হাসান স্কুল/কলেজ - নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী	
নাম - মাহিয়া চৌধুরী পিতা - মোঃ মনিরুজ্জামান চৌধুরী, পিও দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা মাতা - ফাতেমা জোহরা স্কুল/কলেজ - ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ আবু সাঈদ সাকিব পিতা - মোঃ শহিদুল ইসলাম, এওজি-১ ভুরুঙ্গামারী শাখা, কুড়িগ্রাম মাতা - শাহীনুর বেগম স্কুল/কলেজ - তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর	

তথ্যাদি	ছবি
নাম - মোহাম্মদ মুহতাসিমুল হক পিতা - মোঃ ফজলুল হক, ডিজিএম শেখ মুজিব রোড কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম মাতা - শাহীন আক্তার স্কুল/কলেজ - ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম	
নাম - নানজীবা নুজহাত পিতা - মোঃ ছানাউল হক, এজিএম এরিয়া অফিস, গাইবান্ধা মাতা - মোছাঃ আলিয়া সুলতানা স্কুল/কলেজ - সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া	
নাম - মোঃ মুহাইমিনুল হক মাহী পিতা - মোঃ মোজাম্মেল হক, এজিএম (স্টাফ কলেজ ইনচার্জ) রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহী মাতা - জোবাইদা খানম স্কুল/কলেজ - রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী	
নাম - ফারদিন ফারহান মাতা - দিলারা খানম, এজিএম, বাজেট অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা পিতা - এম এম ইকবাল হোসেন স্কুল/কলেজ - বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা	
নাম - মোঃ রাফসান জানি রাফি পিতা - মোঃ আজিম উদ্দিন, এজিএম রিজিওনাল স্টাফ কলেজ, রাজশাহী মাতা - রোকসানা পারভীন স্কুল/কলেজ - শহীদ এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান সরকারি ডিগ্রি কলেজ	
নাম - জারিন সুবহা জামান পিতা - আবু মোঃ কামরুজ্জামান, এসপিও এরিয়া অফিস, রাজশাহী মাতা - মাহবুবা রহমান স্কুল/কলেজ - নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী	
নাম - ফাহিম ফয়সাল অনুরাগ পিতা - মোঃ মাইনুল ইসলাম, পিও এরিয়া অফিস, রাজশাহী মাতা - মোসাঃ সেলিমা আখতার স্কুল/কলেজ - নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী	
নাম - আদনান তাওসিফ মাতা - শেলী সুলতানা রাশেদা, পিও বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম পিতা - মোঃ জসীম উদ্দিন স্কুল/কলেজ - চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম	

eJanata
জনতার ব্যাংকিং এখন হাতের মুঠোয় - এন্ড্রয়েড
আইওএস প্লাটফর্মসহ পাচ্ছেন ইন্টারনেট ব্রাউজারেও!

সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মানুষের মাঝে জনতা ব্যাংক পিএলসির কম্বল বিতরণ

জনতা ব্যাংক পিএলসির উদ্যোগে সম্প্রতি ময়মনসিংহ সদর উপজেলার সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খালেকসহ ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ই-জনতা অ্যাপসের মাধ্যমে কুয়েট শিক্ষার্থীদের ফি পরিশোধের সুবিধা চালু করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)-এর শিক্ষার্থীরা এখন থেকে ব্যাংকে উপস্থিত না হয়েই তাদের বিভিন্ন একাডেমিক ফি জনতা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপস ই-জনতার (eJanata) মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারছেন। ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স রুমে জনতা ব্যাংকের এ বিশেষ মডিউলের উদ্বোধন করেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাছুদ। এ সময় জনতা ব্যাংক পিএলসি, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার জিএম-ইনচার্জ আবুল কালাম আজাদ; এরিয়া অফিস, খুলনার ডিজিএম মোঃ জাকির হোসেনসহ কুয়েটের সকল ডিন, ইন্সটিটিউট পরিচালক, বিভাগীয় প্রধান, পরিচালক, চেয়ারম্যান, হল প্রভোস্ট এবং দপ্তর প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ই-জনতার নতুন সংস্করণে অনলাইনে ফি জমাদানের এই বিশেষ মডিউল সংযোজন করা হয়েছে। ব্যাংকিং সেবাকে আরও সহজ ও জনকল্যাণমুখী করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে জনতা ব্যাংক পিএলসি.।

পদোন্নতি

জনতা ব্যাংক হতে ২ জন ও সোনালী ব্যাংক হতে ৫ জন পদোন্নতিপ্রাপ্ত নতুন মহাব্যবস্থাপকের জনতা ব্যাংক পিএলসি'তে যোগদান

ফারজানা খালেক

মোহাম্মদ আনিস

মোহাঃ রবিউল আলম

উম্মে কুলসুম

মোঃ আব্দুল বারেক চৌধুরী

আলমগীর কবির চৌধুরী

মোঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রশিক্ষণ

অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জনতা ব্যাংক ইনোভেশন কমিটি ২৫ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের ২৩তম ফ্লোরে অবস্থিত ট্রেনিং ল্যাবে 'অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা' আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব ফরিদা ইয়াসমিন এবং জনতা ব্যাংক পিএলসির আইসিটি ডিভিশনের জিএম ও ইনোভেশন অফিসার মোহাম্মদ আনিস।

প্রসঙ্গত, ব্যাংকের বিভিন্ন রিপোর্টের হার্ডকপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যাংকের বিভিন্ন রিপোর্ট সরাসরি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে দ্রুততম সময়ে প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট কোর্স

জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মজিবর রহমান ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ৫ কর্মদিবসব্যাপী 'ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট কোর্স (ব্যাচ ১/২৪)' উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে জনতা ব্যাংক পিএলসির স্টাফ কলেজ, ঢাকা ও রিজিওনাল স্টাফ কলেজসমূহে কর্মরত ৩০ জন নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ-ইনচার্জ আহমাদ মুখলেসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স

জনতা ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ গোলাম মরতুজা ৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ৩০ কর্মদিবসব্যাপী 'ফাউন্ডেশন কোর্স ফর অফিসার্স (ব্যাচ ১১/২০২৪)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে জনতা ব্যাংকের ৫০ জন সিনিয়র অফিসার অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ-ইনচার্জসহ অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফিন্যান্স

১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ১৫ কর্মদিবসব্যাপী 'ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফিন্যান্স (ব্যাচ ২/২০২৪)' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন জনতা ব্যাংক পিএলসি-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ মজিবর রহমান। প্রশিক্ষণ কোর্সে জনতা ব্যাংকের ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজের নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আয়রনম্যান বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় বারের মতো সুযোগ পেলেন জনতা ব্যাংকের আরিফুর রহমান

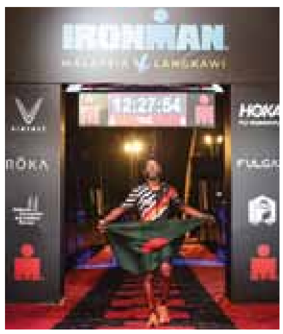

দ্বিতীয় বারের মতো আয়রনম্যান বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় সুযোগ পেয়েছেন আয়রনম্যান, ওশেনম্যান, আলট্রা রানার ও বাংলা চ্যানেল বিজয়ী জনতা ব্যাংক পিএলসির প্রিন্সিপাল অফিসার আরিফুর রহমান। তিনি ১২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে মালয়েশিয়ার লাংকাউইতে অনুষ্ঠিত বিশ্বের কঠিনতম ট্রায়াথলন (সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের সমন্বয়ে ক্রীড়া) আয়রনম্যান প্রতিযোগিতায় ৬ষ্ঠ বারের মতো অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করেছেন। সর্বশেষ আয়রনম্যান মালয়েশিয়া সম্পন্ন করতে তিনি সময় নিয়েছেন ১২ ঘন্টা ২৭ মিনিট। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতার বাছাইপর্বে দ্বিতীয় বারের মতো কোয়ালিফাই করলেন এই আয়রনম্যান। ২০২৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের নিস শহরে আয়রনম্যান বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৩ সালে তিনি প্রথম বার আয়রনম্যান বিশ্বচ্যাম্পিয়নশীপ সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

শাখা স্থানান্তর

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
পোর্ট রোড শাখা, বরিশাল গ্রাম/এলাকা : বরিশাল সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং নং- ৪৮/৪৫ সড়কের নাম : পোর্ট রোড ওয়ার্ড নম্বর : ৯ ডাকঘর : বরিশাল থানা : বরিশাল সদর জেলা : বরিশাল ভবন মালিকের নাম : মোঃ আনিসুজ্জামান খান	**পোর্ট রোড শাখা, বরিশাল** গ্রাম/এলাকা : বরিশাল সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং নং : ৫৮১, সড়কের নাম : পোর্ট রোড ওয়ার্ড নম্বর : ৯, ডাকঘর : বরিশাল থানা : বরিশাল সদর, জেলা : বরিশাল ভবন মালিকের নাম : ১. কুসুম আরা বেগম ২. সানোয়ার হোসেন ৩. সামসুন নাহার ইমা স্থানান্তরের তারিখ : ২০.১০.২০২৪
নয়াপাড়া শাখা, হবিগঞ্জ গ্রাম/এলাকা : ইটাখোলা দাগ নম্বর : এসএ-৯১২, বিএস-৮২/৯২৭ মৌজা : বেঙ্গাডুগা ইউনিয়ন : ৩ নং নয়াপাড়া থানা : মাধবপুর, জেলা : হবিগঞ্জ ভবন মালিকের নাম : এস এফ এ এম শাহজাহান	**নয়াপাড়া শাখা, হবিগঞ্জ** গ্রাম/এলাকা : ইটাখোলা দাগ নম্বর : এসএ-৯২৫, বিএস-৯০৪ মৌজা : বেঙ্গাডুগা, ইউনিয়ন : ৩ নং নয়াপাড়া থানা : মাধবপুর, জেলা : হবিগঞ্জ ভবন মালিকের নাম : এস এফ এ এম শাহজাহান স্থানান্তরের তারিখ : ১০.১১.২০২৪
ফরিদপুর কর্পোরেট শাখা, ফরিদপুর গ্রাম/এলাকা : ফরিদপুর পৌরসভা হোল্ডিং নং : ৫৫/১, ৫৫/২, ওয়ার্ড নম্বর: ২০ সড়কের নাম : মুজিব সড়ক, ডাকঘর: ফরিদপুর থানা : কোতয়ালী, জেলা : ফরিদপুর ভবনের নাম : দত্ত ভবন ভবন মালিকের নাম: ১. মোঃ গিয়াস উদ্দিন বিশ্বাস ২. শামীম নাহার ডালি	**ফরিদপুর কর্পোরেট শাখা, ফরিদপুর** গ্রাম/এলাকা : ফরিদপুর পৌরসভা হোল্ডিং নং : ৪৮৯৬, ওয়ার্ড নম্বর : ১১ সড়কের নাম : হাসিবুল হাসান লাভলু মিয়া সড়ক, ডাকঘর : ফরিদপুর থানা : কোতয়ালী, জেলা : ফরিদপুর ভবনের নাম : তাহের মিয়া কমপ্লেক্স ভবন মালিকের নাম : ১. মোঃ মাকসুদুর রহমান ২. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ৩. মোঃ মামুনুর রহমান ৪. মোঃ শাহজাহান মন্ডল ৫. মোঃ মোশারফ সেক স্থানান্তরের তারিখ : ২৪.১১.২০২৪
সপ্তপদী মার্কেট শাখা, বগুড়া গ্রাম/এলাকা : বগুড়া পৌরসভা সড়কের নাম : বিআইআরসিটি মার্কেট ওয়ার্ড নম্বর : ১, ডাকঘর : বগুড়া সদর থানা : বগুড়া, জেলা : বগুড়া ভবনের নাম : আরাফাত কমপ্লেক্স ভবন মালিকের নাম : মোঃ আরাফাতুর রহমান (আপেল)	**সপ্তপদী মার্কেট শাখা, বগুড়া** গ্রাম/এলাকা : বগুড়া পৌরসভা সড়কের নাম : বগুড়া পৌরসভা সড়ক ওয়ার্ড নম্বর : ১, ডাকঘর : বগুড়া সদর থানা : বগুড়া, জেলা : বগুড়া ভবনের নাম : বগুড়া প্রেসক্লাব ভবন মালিকের নাম : বগুড়া প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ স্থানান্তরের তারিখ : ০১.১২.২০২৪
বেতকা শাখা, মুন্সিগঞ্জ গ্রাম/এলাকা : বেতকা ইউনিয়ন মৌজা : বেতকা বাজার ডাকঘর : বেতকা হাট থানা : টংগিবাড়ী, জেলা : মুন্সিগঞ্জ ভবনের নাম : খান কমপ্লেক্স ভবন মালিকের নাম : মোঃ শওকত আলী খান	**বেতকা শাখা, মুন্সিগঞ্জ** গ্রাম/এলাকা : আবদুল্লাহপুর ইউনিয়ন মৌজা : পাইকপাড়া, ডাকঘর : বি-পাইকপাড়া থানা : টংগিবাড়ী, জেলা : মুন্সিগঞ্জ ভবনের নাম : খান প্লাজা ভবন মালিকের নাম : কে. এম. জহিরুল ইসলাম স্থানান্তরের তারিখ : ১৫.১২.২০২৪
ভেলানগর শাখা, নরসিংদী গ্রাম/এলাকা : নরসিংদী পৌরসভা সড়কের নাম : ঢাকা-সিলেট সড়ক ওয়ার্ড নম্বর : ১ ডাকঘর : নরসিংদী সরকারি কলেজ থানা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী ভবনের নাম : রমিজ উদ্দিন মার্কেট ভবন মালিকের নাম : বাবুল মিয়া গং	**ভেলানগর শাখা, নরসিংদী** গ্রাম/এলাকা : নরসিংদী পৌরসভা সড়কের নাম : ঢাকা-সিলেট সড়ক হোল্ডিং নং : ১৫৫, ওয়ার্ড নম্বর : ১ ডাকঘর : নরসিংদী সরকারি কলেজ থানা : নরসিংদী সদর, জেলা : নরসিংদী ভবনের নাম : সৈনিক মার্কেট ভবন মালিকের নাম : মোঃ তমিজ উদ্দিন খান স্থানান্তরের তারিখ : ২৯.১২.২০২৪

বগুড়ায় খেলাপি ঋণ আদায়ে দিনব্যাপী জনতা ব্যাংক কর্মকর্তাদের অবস্থান কর্মসূচি

খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠানের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে জনতা ব্যাংক পিএলসি. বগুড়া কর্পোরেট শাখার এজিএম আব্দুল কাদের মোঃ আরেফিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। খেলাপি গ্রাহককে বার বার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করায় শাখার কর্মকর্তারা এই কর্মসূচি পালন করেন।

নতুন শাখা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সকল সুবিধা নিয়ে ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে বরগুনায় পাথরঘাটা পৌরসভার থানা রোডে জনতা ব্যাংক পিএলসির ৯২৯তম পাথরঘাটা শাখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফয়েজ আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শাখাটির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি মোঃ ফয়েজ আলম নব প্রতিষ্ঠিত এ শাখাটি পাথরঘাটার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ রোকনুজ্জামান খান, উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক চৌধুরী মোঃ ফারুক, জনতা ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক এমএইচএম জাহাঙ্গীর ও মোহম্মদ আলীসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন শাখার নাম ও ঠিকানা

পাথরঘাটা শাখা, বরগুনা
গ্রাম/এলাকা : পাথরঘাটা পৌরসভা
হোল্ডিং নং : ৪/৮১
ওয়ার্ড নম্বর : ৪, ডাকঘর : পাথরঘাটা
থানা : পাথরঘাটা, জেলা : বরগুনা
ভবন মালিকের নাম : মোঃ তাইফুর রহমান

শাখা খোলার তারিখ : ২৪.১১.২০২৪

চলে গেলেন যারা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪
এইচআরডিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবী : সুফিয়া বেগম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক
যোগদান তারিখ : ২১.০৯.১৯৯৮
মৃত্যু তারিখ : ১৪.১০.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, চাঁদপুর

নাম ও পদবী : মোহাম্মদ আলী আহসান, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৯.০১.২০১৩
মৃত্যু তারিখ : ১৮.১০.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : ল' ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

নাম ও পদবী : মোঃ তহিদুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ০৩.০৬.২০১২
মৃত্যু তারিখ : ২২.১০.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : মঙ্গলবাড়িয়া বাজার শাখা, কুষ্টিয়া

নাম ও পদবী : মোঃ আবদুস সবুর মিয়া, উপমহাব্যবস্থাপক
যোগদান তারিখ : ১৭.০৯.১৯৯৮
মৃত্যু তারিখ : ০২.১১.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ

নাম ও পদবী : উম্মে নাহার, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২০.০৬.২০১৯
মৃত্যু তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : দিলকুশা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

নাম ও পদবী : মোঃ আবদুল আওয়াল, কেয়ারটেকার (পিয়ন)
যোগদান তারিখ : ০১.০৪.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ২৯.১১.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নাম ও পদবী : মাহবুব হাসান, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ০৩.০২.২০১৩
মৃত্যু তারিখ : ১৩.১২.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : এরিয়া অফিস, মাদারীপুর

নাম ও পদবী : মোঃ আব্দুল হাদী, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.১২.১৯৮৬
মৃত্যু তারিখ : ১৯.১২.২০২৪
শেষ কর্মস্থল : শটিবাড়ি শাখা, রংপুর

আপগ্রেডেড সফটওয়্যার দ্বারা RTGS-এর কার্যক্রম শুরু

জনতা ব্যাংক পিএলসির নিজস্ব ডেভেলপারদের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত বিদ্যমান JB NIKASH SOLUTION সফটওয়্যারের আপগ্রেডেড ভার্সন দ্বারা বাংলাদেশ ব্যাংকের Real Time Gross Settlement (RTGS)-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২৪ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সফলভাবে একটি লেনদেন সম্পন্ন করার মাধ্যমে JB NIKASH SOLUTION (RTGS Module) সফটওয়্যারটি উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ মজিবর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, মোঃ ফয়েজ আলম ও মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)। এ সময় ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সফটওয়্যার উন্নয়নের ফলে ব্যাংকের আর্থিক ব্যয় সাশ্রয়ের পাশাপাশি RTGS সংক্রান্ত কার্যাদি দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা যাবে।

জনতা ব্যাংক পিএলসির কিছু আকর্ষণীয় ডিপোজিট প্রোডাক্ট

নতুন প্রজন্ম দ্বিগুণ মুনাফা স্কীম

৬.৫ বছরে আপনার আমানত হবে দ্বিগুণ

ন্যূনতম ০১ (এক) লক্ষ বা এর গুণিতক টাকা জমা প্রদান করে হিসাব খোলা যাবে।
জমাকৃত টাকার বিপরীতে ৮০% ঋণ গ্রহণের সুবিধা।
জরুরি প্রয়োজনে মেয়াদ পূর্তির আগেই আংশিক মুনাফাসহ টাকা তুলে নেওয়ার সুবিধা।

জেবি আমার সঞ্চয় আমার মুনাফা স্কীমের মাসিক মুনাফা (MONTHLY BENEFIT SCHEME)

মেয়াদ	জমার পরিমাণ	সুদের হার	মাসিক প্রাপ্তি (প্রতি ১ লক্ষ টাকায়)
৩ বছর	১ লক্ষ বা তার গুণিতক	৯.৭৫%	৮১৩/-
৫ বছর	১ লক্ষ বা তার গুণিতক	১০.০০%	৮৩৩/-

জনতা ব্যাংক স্মার্ট একাউন্ট (DEPOSIT SCHEME)

প্রাথমিক জমা: সর্বনিম্ন ২০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)।
কিস্তির পরিমাণ ও সংখ্যা: যেকোনো পরিমাণ ও মাসের যেকোনো কর্মদিবসে যত খুশি ততবার।
সুদের হার পরিবর্তনশীল।

মেয়াদ	৩ বছর	৫ বছর	৭ বছর	১০ বছর
সুদের হার	৩ মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানতের সুদের হার + ০.৫০%	৩ মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানতের সুদের হার + ০.৫৫%	৩ মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানতের সুদের হার + ০.৬০%	৩ মাস মেয়াদি স্থায়ী আমানতের সুদের হার + ০.৬৫%

জনতা ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীম

Janata Bank Deposit Pension Scheme-JBDPS

ক্রম	মাসিক কিস্তির পরিমাণ	মেয়াদ পূর্তিতে এককালীন প্রদেয় ৫ (পাঁচ বছর মেয়াদী)	মেয়াদ পূর্তিতে এককালীন প্রদেয় ১০ (দশ বছর মেয়াদী)
১	৫০০	৩৮,৬১৪	১,০০,৮০৪
২	১,০০০	৭৭,২২৯	২,০১,৬০৮
৩	২,০০০	১,৫৪,৪৫৯	৪,০৩,২১৬
৪	৫,০০০	৩ ,৮৬,১৪৭	১০,০৮,০৪২
৫	১০,০০০	৭,৭২,২৯৫	২০,১৬,০৮৪
৬	১৫,০০০	১১,৫৮,৪৪২	৩০,২৪,২১৬
৭	২০,০০০	১৫,৪৪,৫৯০	৪০,৩২,১৬৮
৮	২৫,০০০	১৯,৩০,৭৩৭	৫০,৪০,২১০

মাসিক কিস্তির পরিমাণ ২৫,০০০ টাকার গুণিতক (৫০,০০০/- ৭৫,০০০/-, ১,০০,০০০/-) হলে মেয়াদ পূর্তিতে সেই গুণিতক অনুযায়ী এককালীন অর্থ প্রদেয় হবে।

এই হিসাবের সুবিধাসমূহ

- মাসের যেকোনো তারিখে হিসাব খোলা এবং কিস্তি জমা দেয়া যায়।
- অনলাইন এবং মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যায় (কোনো চার্জ নাই)।
- হিসারধারী মারা গেলে নমিনী হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।
- আরগারী শুল্ক এবং আয়কর বাদে অন্য কোনো সার্ভিস চার্জ নেই।
- হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা পাবেন।

এই স্কীমটি খুলতে আপনার নিকটস্থ জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় আজই যোগাযোগ করুন।

আকর্ষণীয় রেটে বিভিন্ন মেয়াদী FDR

১	১ মাস মেয়াদী	৮.৫০%
২	৩ মাস ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম	৯.০০%
৩	৬ মাস ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম	৯.২৫%
৪	১ বছর ও তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের উর্ধ্বে নয়	৯.৫০%

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: +৮৮-০২-৪১০৭১০২২, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-২২৩৩৮৪৬৪৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং জে.এম. প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, কে ওয়াই প্লাজা (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ই-মেইল: jmprinters14@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ